R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press). 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/RNP 214

আলমারী, চেয়ার এবং যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা

বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার

অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২০শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
৬ই ডিসেম্বর, ২০০০ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

মহকুমা কৃষি আধিকারিকের কাজে ফাঁকি ও অসাধুতা নিয়ে নানা গুঞ্জন

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিকের কার্যালয়ে খোদ আধিকারিক সারিফুল ইসলাম এবং তাঁর কর্মীদের কার্যকলাপ নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। সারিফুল ইসলাম বহরমপুর থেকে সপ্তাহে এক বা দুই দিন হাজিরা দিয়ে ২-৩ ঘন্টার বেশী অফিস করেন না বলে জানা যায়। এমনকি কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে আফস কর্মীদের আধিকারিকের বহরমপুরের বাসায়ও নাকি মাঝে মধ্যে দৌড়তে হয়। এ অবস্থার সুযোগে মহকুমা ও ব্লক স্তরের অফিসগুলিতেও চলছে চরম ডামাডোলের রাজত্ব। পূর্বে কৃষি দপ্তরের আর্থিক অনুদান, কৃষিভাতা ইত্যাদিতে কারচুপির অভিযোগও আছে। বর্তমানে যে খবরটা বেশী চাঞ্চল্যকর তা হ'ল মহকুমার সাগরদীঘিতে এবং রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জন্য জঙ্গিপুর শহরে দুটি ব্লক অফিস তৈরীর প্রয়োজনে সরকারের (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহকুমা শাসক দপ্তরের নাজিরবাবুর সব কিছুতেই নজরানা চাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক দপ্তরের নাজিরবাবুর সব কিছুতেই নজরানা চাই। বর্তমানে নাজির বাদল ঘোষকে পুতুল সাজিয়ে এ্যাসিঃ নাজির ধনঞ্জয় কুন্ডু একের পর এক অনৈতিক কাজ করে চলেছেন। ছোট বড় সব ব্যাপারেই তাঁর লম্বা হাত বিস্তারিত। দৈনিক কর্মী দিয়ে ষ্ট্রং রুমের ব্যালট বাক্স নাম্বারিং করা, লোহার র‍্যাক মেরামত করা বা পর্দার কাপড় কেনা সর্বত্র এ্যাসিঃ নাজিরের নজরানা ঠিক করা আছে। তাঁর কমিশন মনঃপুত না হওয়ায় র‍্যাক রিপেয়ারিং কাজের দায়িত্ব পায় স্থানীয় ধীরাজ হোটেল। কিন্তু বাদ সাধে অন্য প্রতিযোগীরা। কুন্ডুর কারসাজির কথা মহকুমা শাসককে তাঁরা জানালে শেষে ধীরাজ হোটেল বাতিল হয়ে যায়। সে রকম কয়েক মাস আগে ট্রেজারীর একটা ফরম ছাপান কুন্ডুবাবু তাঁর এক মনপসন্দ প্রেসকে দিয়ে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

এক বছর আগে সিপিএম কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার হতে পারেন বিজেপির জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২৩ অক্টোবর '৯৯ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরেন্দ্রনগর ও ফ্রেজারনগর গ্রামে ১৫/২০ বিঘা খাস জমির দখলকে কেন্দ্র করে সিপিএম-বিজেপি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সিপিএম কর্মী মহাবীর সরকারের। সেই মামলা চলাকালীন এবছর আরও কিছু অভিযুক্তের নাম আদালতে নথিভুক্ত করে। তারই জেরে গত ৫ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর আদালতে বিজেপির জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ গ্রাহ্য হয়। নিয়মমাফিক পরবর্তীতে চিত্তবাবুর নামে ওয়ারেন্ট জারী ও গ্রেপ্তার অনুমান করছে বিজেপি। চিত্তবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সংঘর্ষে ইন্ধন জুগিয়েছেন বলে জানা যায়। বিজেপি জানায়, (শেষ পৃষ্ঠায়)

কুখ্যাত কালু ঘোষকে পুলিশ ধরতে পারেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার মির্জাপুর লাগোয়া সাদিকপুর গ্রামের কুখ্যাত সমাজবিরোধী কালু সেখ ওরফে কালু ঘোষের বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জ থানায় বহু অভিযোগ আছে। সম্প্রতি সাদিকপুর গ্রামের মুর্শেদ সেখের ছেলে নমু সেখ কালুর বিরুদ্ধে তাদের ৬ বিঘা জমির ধান লুঠের অভিযোগ আনলে পুলিশ কালুর সন্ধানে গ্রামে গিয়ে তাকে না পেয়ে তার দুই ভাই রহিম ও আলিমকে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে আসে। পুলিশ ২৯ নভেম্বরের মধ্যে কালুকে থানায় আত্মসমর্পণের কথা বলে এলেও সে হাজির হয়নি। শেষে পুলিশ গ্রামে যাতে অশান্তি বা গ্রামবাসীদের উপর কোন অত্যাচার না হয় ইত্যাদি মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে কালুর দুই ভাইকে ছেড়ে দেয়। গ্রামবাসী সূত্রে (শেষ পৃষ্ঠায়)

গিরিয়ায় চাষীদের বীজ বণ্টনে দলবাজী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে চাষীদের ধান বীজ বন্টনে সিপিএম দলবাজী করছে বলে অভিযোগ করেন পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান রুস্তম আলি। তাঁর অভিযোগ বার বার আবেদন করা সত্বেও গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অদ্যাবধি কোন সরকারী অনুদান বা চাষের জন্য বীজ চাষীরা পাইনি। অথচ অন্যান্য পঞ্চায়েত সিপিএমের দখলে থাকায় সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিনিকিট ও বীজ পৌঁছে যাচ্ছে। সিপিএম প্রভাবিত পঞ্চায়েতে যেখানে এক হাজার ইউনিট বিলি (শেষ পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত

সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)

দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)

প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ কোন্ পথে ॥

নিবন্ধের বিষয়টি এই রাজ্যকে লইয়া। দীর্ঘদিন হইতে মেদিনীপুর জেলার অঞ্চল-বিশেষ কোনও কোনও রাজনৈতিক দলের যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ লইয়াছে। সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ অব্যাহত। মানুষ ঘরছাড়া হইয়া যত্রতত্র আশ্রয় লইয়াছে। চাপে পড়িয়া রাজ্য সরকার তাহাদিগকে ঘরে ফিরাইবা-মাত্র অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখা দিতেছে। গৃহপ্রত্যাবৃত্ত মানুষ পুনরায় আক্রান্ত হইতেছেন; তাঁহাদের জীবন আবার বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। এমন নিরাপত্তাহীনতা, এমন অনিশ্চিত জীবনযাত্রা বোধকরি, চলিতেই থাকিবে। এই রাজ্যে প্রশাসন যদি দায়িত্বসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে এমন দুর্গতি মানুষের হইত না। আজকাল পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় অনেকেই বিরক্ত।

এই সঙ্গে যে অশান্তি সারা রাজ্যে ছড়াইয়াছে, তাহা হইতেছে খুন, জখম, লুট ও ডাকাতি। বিগত কয়েকদিনে ডাকাতির মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীতে ডাকাতি, বাসে ডাকাতি, ব্যাঙ্কে ডাকাতি, দোকানে ডাকাতি, বাড়ীতে ডাকাতি মানুষকে জেরবার করিয়া ফেলিতেছে। এই ডাকাতির সঙ্গে খুন-জখমেরও কমতি নাই। খোদ রাজধানী কলিকাতা আজ ডাকাত-দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা শহর এবং পার্শ্ববর্তী নানা এলাকায় লুটতরাজ ও ডাকাতি অব্যাহত রহিয়াছে।

একদিকে মেদিনীপুরের হাঙ্গামা, অন্যদিকে লুটপাট-ডাকাতি—এইরূপ নৈরাজ্য অবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নাকি উদ্বিগ্ন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য সরকারের সহিত মেদিনীপুরের ক্রমবর্দ্ধমান সংঘর্ষ সম্বন্ধে কথা বলিবেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। আরও জানা যায় যে, এই রাজ্যে ডাকাতির জন্য নাকি প্রধানমন্ত্রী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু তাঁহাদের করিবার কিছু আছে বলিয়া ত মনে হয় না। থাকিলে আগেই ব্যবস্থা লওয়া হইত। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার সংঘর্ষ, ডাকাতি প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্য সরকারের নিকট হইতে রিপোর্ট চাহিবেন। রাজ্য সরকার জানাইবেন, রাজ্যের পরিস্থিতি চিন্তনীয়, শান্তিপূর্ণ; উদ্বেগজনক নহে; সংবাদপত্র-গুলির পক্ষপাতপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদি। অতঃপর? রাজ্যবাসীর দুর্ভাগ্য যথাপূর্বং তথা পরম্ রহিবে।

রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন যতই নিকটবর্তী হইবে, ততই সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাইবে। ক্ষমতাসীন প্রধান শরিক দল ভোটযুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি যেমন সুসংহতভাবে লইতে পারে, অন্যদলসমূহ তাহার তুলনায় শিশু। সংখ্যালঘুদের জন্য নানা সংরক্ষণের গালভরা প্রতিশ্রুতি ভোটের প্রাক্কালে একটি 'ষ্টান্ট' বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। উল্লেখিত সংরক্ষণের উদ্গাতা-উদ্গাত্রীদের ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল হইবে, তাহা অনেকেরই প্রশ্ন। কিন্তু লুটপাট, হাঙ্গামা, সংঘর্ষ, ডাকাতি পশ্চিমবঙ্গে কোন্ পরিণতি আনিবে, তাহাই চিন্তনীয়।

ভাঙনের গ্রাসে জঙ্গিপুর পুর এলাকা

তুলসীচরণ মণ্ডল

গত ৫ নভেম্বর ভোরে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট হতে ফেরি নৌকায় ধনপতনগরে ফিরছিলাম। সুভাষ দ্বীপের ধার ঘেঁসে উত্তরে বালিঘাটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এটা ভাগীরথীর একেবারে পশ্চিম পার, যার বিপরীতে নদীর পূর্বদিকে প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম ধনপতনগর। জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির ৮নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত। এবারের ভয়াবহ বন্যায় ধনপতনগরের দক্ষিণ দিকের কয়েকশো বিঘা জমিতে শুধু সাদা বালি পড়ে সব মাঠে ধূ ধূ বালি মরুতে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে পূর্ব পার অর্থাৎ ধনপতনগর ঘাটের উত্তর ও দক্ষিণ প্রবলভাবে ধ্বস নেমে কেটে যাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর ভাঙনের পিছনের কারণ নদীর পশ্চিমপারে বালিঘাটার ঘাটে পৌঁছে তা অনুভব করলাম। নদী এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানে বলে যে—নদী এপার ভাঙলে ওপার গড়ে। বালিঘাটার দিকে বালি ও পলি জমে নদীর বুকে নতুন চর তৈরী হচ্ছে প্রতি বছর। আর ঠিক একই কারণে ধনপতনগরের দিকে নদীর ধার প্রতি বছর বর্ষাকালে কেটে যাচ্ছে। নদীর জলধারার গতিপথ, তো প্রাকৃতিক নিয়মেই বয়ে যাচ্ছে। যদি এরকম প্রতি বছর পূর্বদিক কাটতে থাকে তবে ৫/১০ বছরের মধ্যে একটা প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম আলকাপ সম্রাট ঝাঁকুর জন্মভিটা ধনপতনগর মুর্শিদাবাদের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যদিকে সুভাষ দ্বীপকে বেশী গুরুত্ব দিতে গিয়ে নদীর পূর্ব পারের জনপদগুলোর সঙ্গে জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীর নীচে ভাঙন লক্ষ্য করা গেছে। এর সঙ্গে নদীর পশ্চিমপারে রঘুনাথগঞ্জের সদরঘাট হতে গাড়ীঘাট পর্যন্ত ভাঙনের ভয়াবহতা দেখা যাচ্ছে। তাতে থানাঘাট থেকে দক্ষিণে মাড়োয়ারীঘাট, ষষ্টিতলা বাঁধাঘাট, গাড়ীঘাট এলাকা যেভাবে ভাঙছে তাতে অতিবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে ভাগীরথীর পশ্চিমপারের গরীব দুঃখী মানুষের বস্তিগুলো জঙ্গিপুরের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই ভাঙনের অন্যতম প্রধান কারণই হচ্ছে ভাগীরথী নদীর বুকে পলি জমে জলধারণের ক্ষমতা হ্রাস। দ্বিতীয় কারণ নদীর পশ্চিমপারে সুভাষ দ্বীপ বরাবর নতুন চর জমির উদ্ভব। দ্বীপের উত্তরে পাগলা উপনদীটির অবলুপ্তি। পাগলার জলধারা সোজা ভাগীরথীতে পড়ছে পূর্বমুখো হয়ে এবং জোর ধাক্কা মারছে পূর্বপারে। নদীর গভীরতা কমে গেলে স্বাভাবিক কারণেই উপচে পড়া জলরাশি নদীর দুই ধারকে ভেঙ্গে দেয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আর এই ভাঙনকে একমাত্র ইঞ্জিনিয়াররা বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করে নদীর দুই পার পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে ভয়াবহ ভাঙন রোধ করতে পারেন। আর এ কাজ করার সময় শুখা মরসুমে করতে হবে। কিন্তু এটা করবে কে? জঙ্গিপুর পৌরসভা? ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট অথরিটি? নাকি গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ বিভাগ? মনে রাখতে হবে সবুজ দ্বীপের গুরুত্ব যতই হোক সেই সঙ্গে নদীর দুই পাশের শহর ও গ্রামগুলোর গুরুত্বও কম নয়।

জঙ্গিপুর ডাকঘরের দুরবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর ডাকঘর যে বাড়ীর দোতলায় চলছে, তার সংকীর্ণ সিঁড়ি ও গলির মধ্য দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে গ্রাহকদের নিত্যদিন ওঠা নামা করতে হয়। এতে বিশেষ করে মহিলা ও বয়স্কদের ভোগান্তির শেষ থাকে না। এ ছাড়া গ্রাহকদের যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তার মাথায় কোন ছাদ না থাকায় রোদ জলে হামেশায় গ্রাহকদের কষ্টভোগ করতে হয়। ভারপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টারের এতে কোন মাথা ব্যথা নাই। গ্রাহকরা অবিলম্বে ডাক বিভাগের কাছে সুষ্ঠু পরিষেবা আশা করছেন।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

২৪টি দল নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৩ নভেম্বর মহকুমার চারটি ব্লকের ২৪টি দল নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে গেল রঘুনাথগঞ্জ সেবা শিবির ক্লাব মাঠে। ২৩ নভেম্বর চূড়ান্ত খেলায় রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল নবতরুণ সংঘ ২-১ গোলে স্থানীয় বালিঘাটা জনকল্যাণ সমিতিকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। খেলায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান নবতরুণের আনারুল সেখ। ফাইনালে স্থানীয় থানার ওসি ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জী খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হবার পর ফুটবলে কিক্ করে খেলার উদ্বোধন করেন ক্রীড়াবিদ পার্থসারথি ব্রহ্ম। খেলায় সর্বোচ্চ গোলদাতা, সেরা গোলরক্ষক ছাড়াও একজন নবীন ও একজন প্রবীণ শ্রেষ্ঠ দর্শককেও পুরস্কৃত করা হয়।

জানা নাই

পৃথিবীতে এমন কোন স্থান আছে কি যেখানে ইষ্ট নাই, ঢাকঢোল পিটিয়ে, কোন ধর্মের ইষ্ট মন্দির বিক্রয় হয়, এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সেই কাজ যে সংস্থা করে বা করতে চায়, নিশ্চয়ই সেটা সৎসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ নয়। কারণ সৎ শব্দের অর্থ সব শ্রেণীর মানুষই কিছু না কিছু বলতে পারে। সৎ, অসৎ, সুখ, দুঃখ, ভালো-মন্দ নিয়েই মানব জীবন। যে ব্যক্তি অবনত মস্তকে পরিবেশের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়েও ইষ্টের কাজ করতে চায় বা করে, কেউ ইষ্ট কাজের ব্যাঘাত ঘটালে বজ্রের মত রুখে দাঁড়ায়, সেই সৎ? না যে ব্যক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কৌশল অবলম্বন করে অন্যের নামে বদনাম করে ইষ্ট প্রতিষ্ঠাতাদের নিকট ভালো হতে চায় সেই সৎ? সৎ সঙ্গ বলতে কোন সংস্থাকে বুঝাতে চাইনি। সৎ-এর সঙ্গ দানকারীকে বুঝাতে চাইছি।

[বিজ্ঞাপন]

কেরোসিনের দাম কমলেও ডিলাররা আগের দামই নিচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কেন্দ্রীয় সরকার যেদিন কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করলেন, তার পরদিন থেকেই জঙ্গিপুরে কেরোসিনের দাম রেশনের কোন দোকানে ৯-২৫ কোথাও বা ৯-৫০ আদায় শুরু করে দিলেন ডিলাররা। অথচ পরে দর নির্দ্ধারণ করলেন মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক, রঘুনাথগঞ্জে ৮-৯২ টাকা জঙ্গিপুরে ৮-৯৪ টাকা ঐ পর্যন্তই। তারপর আর খাদ্য সরবরাহ বিভাগের দায়িত্ব নাই ঠিকমত দর আদায় হচ্ছে কিনা? ডিলাররা যেমন আদায় করছিলেন সেরকমই আদায় করে গেলেন। পরবর্তীতে সরকারী ঘোষণায় কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি এক টাকা কমলেও ডিলাররা পূর্বের দরেই গত সপ্তাহ আদায় করে গেলেন। উপরন্তু গত সপ্তাহের বরাদ্দ জন প্রতি পাঁচশো কেরোসিন না দিয়ে পরিবার প্রতি এক লিটার করেই দিলেন। যারা অজ্ঞ তাদের আরও কম। সংবাদে প্রকাশ, আগামী সপ্তাহেও জন প্রতি পাঁচশো করে কেরোসিন বরাদ্দ আছে। দেখা যায়, খাদ্য সরবরাহ বিভাগে দায়িত্বশীল আধিকারিক এবং হাফ ডজন ইনস্পেক্টর আছেন। তাঁদের দায়িত্ব কি? সাধারণের অসুবিধা দূর করা না কয়েকজন রেশন ডিলারের সুবিধা করা।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের নতুন ভবনের পূর্বে দোতলা বাড়ীটি বিক্রি হবে। উপরে বাসযোগ্য ফ্ল্যাট ফাঁকা আছে। দু'টি সরকারী ভাড়াসহ বিক্রয়। যোগাযোগ করুন—

চিত্ত মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ

জীবন বীমা নিগমের গ্রাহক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৮ নভেম্বর ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের রঘুনাথগঞ্জ শাখা এক গ্রাহক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে বিভিন্ন গ্রাহকের সঙ্গে মত বিনিময়, বীমা সংক্রান্ত পরামর্শ ও অভিযোগের উত্তর দেন ছয়জন সহকারী প্রশাসনিক অধিকর্তাসহ শাখা প্রবন্ধক যাদবচন্দ্র রায়। যাদববাবু জানান, বছরে তাঁরা দু'বার করে গ্রাহক সম্মেলনের আয়োজন করছেন। এই সম্মেলন করে শাখা ও গ্রাহকরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠানকে কিছু গ্রাহকের পরামর্শমতো গ্রাম গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবেন বলে শাখা প্রবন্ধক আশ্বাস দেন।

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে সদর রাস্তায় আনুমানিক ৭ কাঠার উপর দোতলা বাড়ী (মোট ১০টি ঘর, উপর নীচে বারান্দা উঠোন) সকল সুবিধাযুক্ত বিক্রয় হইবে। বাড়ীর নীচে টাইপ স্কুল।

যোগাযোগ— নিশীথ ব্যানার্জী
৪/২০, উদয়শংকর বীথি (সিটি সেন্টার)
দুর্গাপুর ৭১৩২১৬ ফোন (০৩৪৩) ৫৪৭৩৯৩

বাগানসহ বাসবাড়ী বিক্রয়

জোতকমল ঘোষপাড়ায় ৩৩ শতক জায়গাসহ একটি বাড়ী বিক্রয় আছে ৫ খানা ঘর ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ।
যোগাযোগের ঠিকানা—জোতকমল বাসষ্ট্যান্ডের কাছে খঞ্জন দাসের মুদিখানার দোকান।

যেখানে গ্যারেন্টি নেই
সেখানে আপনার কষ্টার্জিত টাকার
কোনই নিরাপত্তা নেই

অযথা লোভের ফাঁদে পা দেবেন না
অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন

ডাকঘরে টাকা রাখুন

ডাকঘর স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পে রয়েছে

- আপনার টাকার ষোল আনা নিরাপত্তা
- সুদ এখনও যথেষ্ট বেশি
- আয়কর ছাড়ের সুবিধা
- মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ টাকা ফেরৎ পাওয়ার গ্যারেন্টি
- প্রয়োজনে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা তুলে নেবার সুবিধা
- নমিনেশনের সুবিধা
- এছাড়াও আরও অনেক সুবিধা

ডাকঘরে কোন প্রকল্পেই উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না

সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পসঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই

বিশদ জানতে হলে নিচের ঠিকানায় পোষ্টকার্ডে লিখুন ঃ

অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয়, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা - ১

স্বল্পসঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজেপির জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী (১ম পৃষ্ঠার পর)

সে সময় তাদের কর্মী দিলীপ মন্ডলকে সি পি এম কর্মী গুলি চালালেও থানা তাদের অভিযোগ নেয়নি। শেষে দিলীপ কুরিয়ার সার্ভিস মারফত অভিযোগ দায়ের করেন। অন্যদিকে বিজেপি সূত্রে আরও জানা যায়, দিলীপকে আক্রমণ করে মহাবীর বাঁচার তাগিদে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয় ও সাঁতার না জানায় ডুবে যায়। গত ২৫ অক্টোবর '৯৯ মহাবীরের পোষ্টমর্টেম জঙ্গিপুর হাসপাতালে হয়। মহাবীরের দাদা মেঘনাদ সরকারের অভিযোগ বিজেপি কর্মীরা মহাবীরকে গুলি করে মেরেছে। পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে (কেস নং ১২৫ তাং ২৫/১০/৯৯) মহাবীরের শরীরে 'বাইরে থেকে আঘাতের কোন চিহ্ন নাই' বলা হয় এবং জলে ডুবে মৃত্যুর কারণ জানানো হয়। এরপর এই মামলায় থানার আই ও সুনীল সরকার চিত্তবাবুকে আসামী করতে পারেন— এই সন্দেহে চিত্তবাবু গত ২৫ এপ্রিল ২০০০ পুলিশ সুপারকে এক অভিযোগ দায়ের করেন, যার কপি তিনি মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক, সি আই এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসিকে দেন। তারই ফলশ্রুতি চিত্তবাবুর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে বিজেপি মনে করে।

অসাধুতা নিয়ে নানা গুঞ্জন (১ম পৃষ্ঠার পর)

কাছ থেকে টাকা আসে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৭০৮ টাকা ও ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮০ টাকা। ফরাক্কার ঠিকাদার আব্দুর রসিদ কাজ দুটি পান। গত বর্ষার আগে কাজ শেষ হওয়ার পর বিল্ডিং নিম্নমানের মাল-মসলা দিয়ে তৈরী হয়েছে অভিযোগ ওঠে। মাঝে একবার রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জহর সরকার ও স্থানীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা এ নিয়ে হৈ চৈ করলেও বর্তমানে সবাই চুপ। এই নিম্নমানের কাজের জন্য মহকুমা কৃষি আধিকারিককে দায়ী করছে অনেকেই। অন্যদিকে ঠিকাদার আব্দুর রসিদ তাঁর প্রাপ্য বিল পাশ করিয়ে নিতে অফিসের বড়বাবুর ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। যদিও বড়বাবু এ ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে বিল পাশ করেননি। কৃষি আধিকারিকের অসাধুতা ও বেআইনী কাজের ব্যাপারে জেলা শাসকের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেছেন সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মী।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

দোলগোবিন্দ আলিপাত্র সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | নবকুমার ভঞ্জ সম্পাদক

সব কিছুতেই নজরানা চাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর পর ন' হাজার টাকার ফরম ছাপার বিল শেষে একুশ হাজারে দাঁড়ায় বলে খবর। কারণ এই কাজের প্রথম দাবীদার নাজিরখানা, দ্বিতীয় দাবীদার ট্রেজারী এবং যেহেতু ট্রেজারী খাতে টাকা না থাকায় ইলেকসন খাত থেকে ঐ টাকা দিতে গিয়ে ভাগ দিতে হয় ইলেকসন দপ্তরের কর্মীদের। অনুসন্ধানে জানা যায় নাজিরখানা থেকে যে কোন বিল পাস করতে হলে নেজারত ডেপুটি কালেক্টরের সহি ছাড়া হয় না। কিন্তু খবর এসব নিয়ম ছাড়াই মহকুমা শাসককে দিয়ে ধুরন্ধর ধনঞ্জয় কুন্ডু বহু বিল সরাসরি পাশ করিয়ে নেন। কোন্ দপ্তরের কত ফরম ছাপা হচ্ছে বা ষ্টোরে জমা পড়ছে এ খবর ষ্টেশনারী ও ফরম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীও জানেন না। এই ধনঞ্জয় কুন্ডু মহকুমা শাসক অফিসে যখন যে বিভাগে দায়িত্বে থেকেছেন সেখানেই সন্দেহজনক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি এ ধরনের আরো একটি কাজের খবর আমাদের দপ্তরে এসেছে। বন্যার্ত পরিবারের 'পরিচয় পত্র' ২ লক্ষ ৪০ হাজার কার্বন প্রথায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ছাপা ও বাইন্ডিং এর কাজ করিয়েছেন তাঁর সেই মনপসন্দ প্রেসকে দিয়ে। ছোট বড় যে কোন ছাপার কাজ ঐ একটি নির্দিষ্ট প্রেসকে দিয়ে করানোতে তাঁর গভীর আগ্রহ। গত ২০ অক্টোবর কয়েকজন প্রেস মালিক এ্যাসিঃ নাজির ধনঞ্জয় কুন্ডুর এই ধরনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে গেলে তিনি বলেন, আগে কি হয়েছে আমি জানি না। তবে বর্তমানে কোন অনৈতিক কাজ কুন্ডুবাবু করে থাকলে নিশ্চয় দেখবো। 'পরিচয় পত্র' ছাপার ব্যাপারে পত্রিকা প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা শাসক অমরনাথ মল্লিক বলেন কাজটা জরুরী ছিল বলেই কোন টেন্ডার না করে তড়িঘড়ি করিয়ে নেওয়া হয়েছে। জরুরী কাজ একটা প্রেসকে না দিয়ে কয়েকটা প্রেসে ভাগ করে দিলে তো কাজটা তাড়াতাড়ি উঠতো, তা করা হলো না কেন? উত্তরে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ছাপা, জেরক্স, ষ্টেশনারী সব কিছুর ব্যাপারে সরকারী নিয়ম নীতি মেনে কাজ করার আশ্বাস দেন মহকুমা শাসক নয়া মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন জনগণকে উপহার দেবার অঙ্গীকার করছেন, ঠিক সেই সময় মহকুমা প্রশাসনে দুর্নীতির সঙ্গে অবিরত সমঝে তা করে চলা সরকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের উপযুক্ত তদন্তের দাবী আশা করে আপামর জনগণ।

বীজ বন্টনে দলবাজী (১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে সেখানে গিরিয়া পঞ্চায়েতে মাত্র তিনশো ইউনিট বীজ বিলির জন্য অনুমোদিত হয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়া বন্যায় সরকারী সাহায্য থেকেও ঐ এলাকা বঞ্চিত বলে প্রধান দাবী করেন। বিডিও দলমতনির্বিশেষে ত্রাণ ও সরকারী সাহায্য বন্টনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন বলে তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে।

পুলিশ ধরতে পারেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা যায় কালুর দাপটে মাহাব্বরের মাঠের ভালো ভালো জমিতে ধান কাটা হয়ে গেলে ঐসব জমিতে কালুর লোকেরা রবি শস্য ইত্যাদি চাষ করে নিজেরা ভোগ দখল করে। মাঠের জাগালদারদের বিঘা প্রতি ধানের ভাগ ৪০ আঁটি ঠিক থাকলেও কালু স্থানীয় লোকেদের কাছে ১৫০ ও বাইরের জমির মালিকদের কাছ থেকে ১৮০ আঁটি পর্যন্ত ধান আদায় করে। এ ছাড়া বাংলাদেশে গরু পাচারকারীদের কাছ থেকেও কালু বেশ একটা ভালো বখরা আদায় করে। আরো জানা যায়, কালু ঘোষ ঐ অঞ্চলের নিরীহ গ্রামবাসীদের কাছে একটা ত্রাস। বেশ কিছুদিন আগে কালুর বিপক্ষ দল মির্জাপুর বাজারে প্রকাশ্য দিনে কালুকে লক্ষ্য করে বোমা মারে। কিন্তু তাকে না লেগে পাশের দেওয়ালে লেগে বোমাটি ফেটে যায়। কালু প্রাণে বেঁচে যায়

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।